মৌমাছির কামড়ে আহত ১

মৌমাছির কামড়ে গুরুতর আহত হলেন এক পথচারী। ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের হরিমন্দির এলাকায়। আহতের নাম শুক্রা মুন্ডা(৫৬)। তাঁকে ধূপগুড়ি হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

ফেসবুক হিরো

সিবিআইয়ের সঙ্গে সংঘাত বেধেছে কলকাতা পুলিশের। সংবিধান রক্ষার কথা বলে ধরনায় বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা জানতে চেয়েছিলাম, বিষয়টি নিয়ে আপনি কী ভাবছেন। অনেকেই তাঁদের মতামত আমাদের ফেসবুক পেজে কমেন্ট করে জানিয়েছেন। সেখান থেকে বাছাই করা কিছু মত এখানে তুলে ধরা হল।

ঠিক বুঝতে পারলাম না সিবিআই অফিসাররা তদন্তের স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদ করতে একজন পুলিশ কমিশনারের বাড়িতে গেলে কী করে সংবিধান বা গণতন্ত্র বিরুদ্ধ কাজ হয়! সবথেকে বড়ো কথা হল মমতা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্য ধরনা করতেই পারেন, কিন্তু সেখানে কী করে আইপিএস অফিসাররা থাকেন, তাহলে কী ধরে নিতেই হবে প্রশাসন মমতার দলদাস। –বিদ্যুৎ ঘোষ

মনে পরে রিজওয়ানুর, তাপসী মালিক, নন্দীগ্রাম এরকম আরও অনেক ঘটনা? তখন সিবিআই চাই সিবিআই চাই করতেন। আর এখন সিবিআই–কে এত ভয় কেন পাচ্ছেন ম্যাডাম? আপনি চিটফান্ড প্রতারিতদের নিয়ে যদি ধরনা দিতেন তাহলে সমর্থন করতাম। কিন্তু আপনি উলটোটা করছেন কার এবং কীসের স্বার্থে জানতে চাই। –রানা রায় হাকিম

যখন কোনো চাকরিপ্রার্থী ধরনায় বসেন, তখন তিনি নিজেই বলেন ধরনা দেওয়া অসাংবিধানিক কাজ। আর উনি যখন বসেন তখন সেটাই সংবিধান রক্ষার্থে। –গৌরাঙ্গ শর্মা

নজিরবিহীন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এভাবে বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার অপচেষ্টা সর্বতোভাবে ধিক্কারজনক। বর্বর জুমলা পার্টির লাগামছাড়া ঔদ্ধত্য ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সকল সচেতন বিরোধী দল ও আপামর বাংলার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সত্যাগ্রহের পথে, এই ধরনা ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে অনেকদিন। –সুপ্রিয় চন্দ

সিবিআই যথাযথ প্রমাণ ছাড়া কখনোই একজন পুলিশ কমিশনারকে গ্রেফতার করতে পারে না। আর সবচেয়ে অবাক হলাম একজন মুখ্যমন্ত্রী কেন ওই অফিসারকে বাঁচাতে ওনার বাড়ি এবং পরবর্তীতে ধরনায় বসলেন! যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আইনকে আইনের মতো চলতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। –বিপ্লব তালুকদার

আসলে পুরো ঘটনাটাই সাজানো, বামেদের ব্রিগেড দেখে মোদি ও মমতা ভয় পেয়েছে তাই বামেদের ব্রিগেডের খবর যেন হাইলাইট না হয় তার জন্যই এতকিছু নাটক। –চন্দ্র অধিকারী

সিবিআই হোক বা কলকাতা পুলিশ, দুজনেরই বিশ্বাসযোগ্যতা আজ তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। একজন চলছে মোদি সরকারের অঙ্গুলি হেলনে, আর অন্যজন পরিণত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের শাখা সংগঠনে। –তারিক আনোয়ার

সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে চিটফান্ড মামলায় সিবিআই তদন্ত চলছে। সিবিআই কোনো 'অনৈতিক' কাজ করলে তথ্যপ্রমাণ সহ রাজ্য সরকার সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হতেই পারত। কিন্তু তা না করে তদন্তে বাধা দিতে সিবিআই আধিকারিকদের আটক! রাজ্যে সাংবিধানিক অস্থিরতার লক্ষণ। –কাঞ্চন দেবনাথ

আসলে একটা ঐতিহাসিক ফুটবল ম্যাচ চলছে, যে যখন পাচ্ছে লাথি মারছে। ভোট পর্যন্ত এইসব রঙ্গ–তামাশা চলবে। –রূপক রায়

ঠিক করেছেন। সিবিআই তো এখন বিজেপির শাখা সংগঠন হয়ে গিয়েছে। কিছুদিন আগে বিজেপি সিবিআই চিফকে নিয়ে কী খেলা খেলেছে অল ইন্ডিয়া সেটা দেখেছে। –আবদুল আলিম

জানি না সিবিআই–কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা, যদি হয়ে থাকে তাহলে উনি ঠিক করেছেন। –শ্যাম কুমার

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাতৃ পরিচয় দিচ্ছেন। কারণ কোনো সন্তান যদি দোষ করে তবুও মা তাকে আগলে রাখে। উনি সেটাই করছেন। –অশোক রায়

এই ধরনা করা ঠিক হয়নি। যা হবে আইনের মাধ্যমে। একজন মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ অফিসারের জন্য এত উদ্‌বিগ্ন কেন? –কৃষ্ণপদ অধিকারী

সাংবিধানিকভাবে সিবিআই তাদের পদক্ষেপ নিতে চাইছিল। তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাদের সহায়তা না করে, তাদের বিরোধিতা করছেন। তার সঙ্গে ধরনা মঞ্চে বসলেন কেন, কার স্বার্থে এটাই বোঝা গেল না। –স্বরূপ সেন

আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সিবিআই–কে সহযোগিতা করার দরকার ছিল। তিনি সেই সিবিআই–কে সহযোগিতা না করে তিনি সিবিআইদের পুলিশদের হাতে ধরিয়ে দিলেন। এইভাবে ধরনায় বসে নিজের সততা প্রমাণ করে যায় না। –সুপ্রিয় বর্মন

জমিজটে রেলপথ নিয়ে অনিশ্চয়তা

রায়গঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ অর্থ বরাদ্দের পরেও জমিজটে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে রেলপথ নিয়ে। ফলে জটিলতা বাড়ছে। ডালখোলা থেকে রায়গঞ্জ পর্যন্ত রেললাইনের দাবি দীর্ঘদিনের। এই দাবি নিয়ে অতীতে সরব হয়েছে সব রাজনৈতিক দল। অবশেষে এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে এই রেললাইন তৈরিতে তৃতীয় ধাপে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। তবু সমস্যা দেখা দিয়েছে। রেলের জন্য চাষের জমি ও বসতভিটা ছাড়ার কোনো প্রশ্ন নেই বলে জানিয়ে দিয়েছেন বাসিন্দারা। এদিকে ,রেল কর্তৃপক্ষের সাফ কথা, জমির জট মিটলে তবেই লাইন বসানোর কাজ শুরু হবে। এই পরিস্থিতিতে থমকে রয়েছে প্রস্তাবিত ৪৩.৪৩ কিমি রেলপথের পরিকাঠামো নির্মাণ প্রক্রিয়া। যেখান দিয়ে নতুন রেললাইন পাতার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেখানে রয়েছে ৩ ও ৪ ফসলি জমি সহ প্রচুর ঘরবাড়ি। রয়েছে বেশ কিছু দোকানপাটও। অধিকাংশ পরিবারের আয়ের উৎস বলতে চাষাবাদ। ফলে জীবিকা হারানোর আশঙ্কায় রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে বাসিন্দাদের। সরকারি খাসজমির পাশাপাশি চাষিদের নিজস্ব প্রচুর জমিও রয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, উপযুক্ত পুনর্বাসন দিতে হবে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ওই জমিতে বসবাস করে আসা স্থায়ী বাসিন্দারা নিজেদের জমি ছাড়তে রাজি নন। প্রস্তাবিত রেলপথটি ডালখোলা, দোমোহনা, করণদিঘি, টুঙ্গিদিঘি, বিলাসপুর হাট হয়ে রায়গঞ্জ রেলস্টেশনে গিয়ে মিশবে। অর্থাৎ এইসব এলাকার ওপর দিয়ে সেই লাইন যাওয়ার কথা। রায়গঞ্জ স্টেশনের সঙ্গে সংযোগ হবে ওই রেললাইনের। এসব গ্রামের অধিকাংশ বাসিন্দার বক্তব্য, শুধু টাকা নিয়ে কতদিন আর বসে খাওয়া যাবে। চাষের বিকল্প জমি না পেলে তো তাঁদের জীবিকা বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে জমি ছাড়া সম্ভব নয়। উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলের জনসংযোগ আধিকারিক প্রণবজ্যোতি শর্মা বলেন, 'রেল প্রস্তুত। পর্যাপ্ত জমি মিললে রেললাইনের কাজ শুরু হয়ে যাবে। টাকারও সমস্যা নেই। ইঞ্জিনিয়ারদের কাছ থেকে যা শুনেছি, তাতে রেললাইনের জায়গা চিহ্নিত হয়েই আছে। এদিকে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, মেজর ব্রিজ হবে ৯টি। মাইনর ব্রিজ হবে ৫৯টি। এই রেলপথ ৩৮টি জায়গায় রাস্তা পার হবে। রায়গঞ্জ থেকে ডালখোলার মধ্যে মোট ৫টি স্টেশন হবে। এই রেলপথের জন্য খরচ হবে প্রায় ২৯২ কোটি টাকা। উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রেল কর্তৃপক্ষ রেলপথের জন্য জমির বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছিল। কিন্তু এখনও নতুন রেলপথের জন্য জমি অধিগ্রহণ

অর্থবরাদ্দ হয়েছে

প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হয়নি। যদিও আশা করা হচ্ছে শীঘ্রই জমির জট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। কাটিহারের ডিআরএম উমাশংকর সিং যাদব বলেন, 'সম্পূর্ণ জমি হাতে না পেলে রেললাইন পাতার কাজ শুরু করা সম্ভব নয়। রাজ্যের তরফে জমি অধিগ্রহণ করে রেল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিলেই ব্রডগেজ লাইনের কাজ শুরু হবে।' যদিও তিনি বলেন, যে সমস্ত এলাকায় রেলের জায়গা রয়েছে, সেখানে ব্রিজ নির্মাণের কাজ চলছে। যেমন সুভাষগঞ্জ কুলিক নদীর ওপর একটি ব্রিজ হচ্ছে রায়গঞ্জ–ডালখোলা লাইনের জন্য। এপ্রসঙ্গে উত্তর দিনাজপুর রেলযাত্রী সমিতির সাধারণ সম্পাদক তপন চৌধুরি বলেন, জেলায় নতুন রেলপথ চালু স্বার্থে জমিদাতাদের এগিয়ে আসা উচিত। সক্রিয়ভাবে কাজ করা উচিত রায়গঞ্জের সাংসদকেও। তিনি আরও বলেন, চলতি মাসের রেল বাজেটে ইটাহার থেকে নয়া রেলপথ নির্মাণের জন্য বাজেটে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রায়গঞ্জ থেকে ডালখোলার জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গাজোল থেকে ইটাহারের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কালিয়াগঞ্জ থেকে বুনিয়াদপুর নয়া রেলপথ বসানোর জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, আদতে এই রেলপথ নির্মাণ করতে চায় সব কেন্দ্রীয় সরকার। শুধু প্রকল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সামান্য টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে প্রতিবছর। রায়গঞ্জের সাংসদ মহম্মদ সেলিম বলেন, এই সমস্ত প্রকল্পের জন্য একাধিকবার সোচ্চার হয়েছি সংসদে। নতুন ট্রেন দেওয়ার দাবি করা হয়েছিল রেলমন্ত্রীকে। রায়গঞ্জ থেকে কলকাতার জন্য সকালের একটি ট্রেন দাবি করা হয়েছিল। রেলমন্ত্রী রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। একদিকে রাজ্য সরকার অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকার দুই সরকারের অনিচ্ছার জন্য উত্তর দিনাজপুরের নয়া রেলপথ নির্মাণ থমকে রয়েছে। কোনো সরকারই চায় না এই জেলার উন্নয়ন হোক। রায়গঞ্জের বিধায়ক মোহিত সেনগুপ্ত বলেন, নতুন ট্রেন সহ উত্তর দিনাজপুর জেলায় নয়া রেলপথ নির্মাণের জন্য একাধিকবার আন্দোলন করেছে কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় সরকারের অনিচ্ছার জন্য এই জেলা পিছিয়ে রয়েছে। কংগ্রেস সরকারের আমলেই উত্তর দিনাজপুর জেলায় যা রেলের উন্নয়ন হয়েছে। আগামী দিনে ফের আন্দোলনে নামবে কংগ্রেস। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি তথা তৃণমূলের রাজ্য নেতা অরবিন্দ সরকার বলেন, বর্তমানে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন কেন্দ্রের রেলমন্ত্রী ছিলেন। সেই সময় এই সমস্ত প্রকল্পের উদ্বোধন করেন স্বয়ং রেলমন্ত্রী। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নকে পূরণ হতে দেয়নি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার।

দোমোহনির নতুন বাজার থেকে জলপাইগুড়ি যাওয়ার রাস্তা চওড়া করা হচ্ছে। ছবি: শুভদীপ শর্মা

দোমোহনি–জলপাইগুড়ি সড়ক চওড়া হচ্ছে

ময়নাগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ দোমোহনি নতুন বাজার থেকে জলপাইগুড়ি যাওয়ার সড়ক চওড়া হতে চলেছে। এই সড়কে থাকা তিস্তার মূল বাঁধের ওপরের রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা ছিল। গাড়ি চলাচলেও সমস্যা হত। অবশেষে সড়কটি চওড়া করার কাজ শুরু হয়েছে। দোমোহনি থেকে জলপাইগুড়ি যাওয়ার এই সড়কটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ময়নাগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ি রোড হয়ে জলপাইগুড়ি কিংবা শিলিগুড়িগামী জাতীয় সড়কটিতে প্রায়দিনই যানজট লেগে থাকে। এই যানজট এড়াতে বহু গাড়ি এবং মুমূর্ষু রোগীদের দোমোহনি হয়ে জলপাইগুড়ি কিংবা শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া মালবাজার, মেটেলি, নাগরাকাটার বহু মানুষ জলপাইগুড়ি কিংবা শিলিগুড়ি যেতে হলে এই সড়ক ব্যবহার করেন। দোমোহনি পুরান বাজার থেকে তিস্তার মূল বাঁধ হয়ে জাতীয় সড়ক সংযোগকারী প্রায় ২৪০০ মিটার দীর্ঘ রাস্তাটি চার মিটার চওড়া ছিল। সংকীর্ণ এই রাস্তায় দিনে অসংখ্য গাড়ি চলাচল করে। ফলে বিপদের ঝুঁকি থেকেই গিয়েছিল। অবশেষে সড়কের ওই অংশটিকে চওড়া করার কাজ শুরু হচ্ছে। পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার আশিস লেপচা বলেন, 'সড়কটি চওড়া করার কাজ শুরু হয়েছে। রাস্তাটিকে সাত মিটার চওড়া করা করা হবে। এর জন্য ব্যয় হবে আনুমানিক আট কোটি টাকা। পাশাপাশি রাস্তার দু'পাশে আরও দু'মিটার করে মোট চার মিটার ফুটপাথ থাকবে।'

সড়কের ধারে বিপজ্জনক গাছ

ওদলাবাড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ ওদলাবাড়ি–ক্রান্তি সড়কে তারঘেরার কাছে বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি বিশালাকার শুকনো গাছ। ইদানীং আবার গাছটির গোড়ায় কুড়ুলের কোপ পড়তে শুরু করেছে। ফলে যেকোনো সময় গাছটি ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। নিত্যযাত্রীদের তরফে বিষয়টি ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। ওদলাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের টিচার–ইন–চার্জ নিরুমোহন রায় বলেন, 'অবিলম্বে কর্তৃপক্ষের বিষয়টি দেখা উচিত।' বনবিভাগের তারঘেরা রেঞ্জ ম্যানেজার দুলাল ঘোষ বলেন, 'গাছটি পূর্ত দপ্তরের না ওদলাবাড়ি চা বাগানের সেটা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এখনও পর্যন্ত গাছটি কাটতে চেয়ে কেউই বন দপ্তরের কাছে আবেদন জানায়নি।' এই বিষয়ে ওদলাবাড়ি চা বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে কিছু জানা যায়নি।

মালদা কলেজে পুজো করলেন ছাত্রী

মালদা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ ৭৫ বছরের ইতিহাসে প্রথম। নিখুঁত সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণে মালদা কলেজে সরস্বতীপুজো করলেন মহিলা পুরোহিত। কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্রী সুলতা মণ্ডল নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করেন। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে, আপ্তবাক্যটি প্রমাণ করে দিলেন সুলতা।

রবিবার সকাল থেকে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেল জীবনে প্রথম পুজো করতে আসা সুলতাকে। বর্তমানে বালুরঘাট কলেজের ছাত্রী সুলতা। গঙ্গারামপুরের বাতাসকুড়ি গ্রামের মেয়ে সুলতা মালদা কলেজে পুজো করে নাম ওঠালেন ইতিহাসের পাতায়।

পুজো করার কথা মাথায় এল কীভাবে?

সুলতার উত্তর, অনেক জায়গায় দেখেছি, মেয়েরাই পুজো করছে আজকাল। আমারও ইচ্ছে হয় পুজো করার। কিন্তু ভালোভাবে পুজো করতে হলে তার আগে শিখতে হবে। পুজো শিখতে কলকাতায় যাই। শুভঙ্কর ভট্টাচার্যর কাছে পুজোর আচার, রীতি শিখি। এর আগে বাড়ির পুজো করেছি। তবে কোনো ক্লাব বা কলেজে পুজোটুজো করিনি। ঠিক এই সময়েই মালদা কলেজে সরস্বতীপুজো করার আমন্ত্রণ পেয়ে যাই। সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিই আমন্ত্রণটা। এখানে মায়ের পুজো করতে পেরে ভীষণ ভালো লাগছে।

মালদা কলেজেই এদিন আরও চারটি সরস্বতীপুজো হয়। কলেজ ছাড়াও মাতঙ্গিনী হাজরা, জিতু, বিদ্যাসাগর ও সুকান্ত হস্টেলে বাগ্‌দেবীর আরাধনায় মেতে ওঠেন ছাত্রছাত্রীরা।

তিনটি স্কুলে নেই সীমানাপ্রাচীর

ক্রান্তি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে নেপুচাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নেওড়া নদী টিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়। অন্যদিকে, রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে উত্তর হাঁসখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তিনটি স্কুলই সড়কের একেবারে গা ঘেঁষে অবস্থিত। অথচ স্কুলে নেই সীমানাপ্রাচীর। স্বাভাবিকভাবেই পড়ুয়াদের নিয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কায় থাকেন অভিভাবক সহ শিক্ষকরা।

তিনটি স্কুলের মধ্যে নেপুচাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নেওড়া নদী টিজি স্কুল দুটি লাটাগুড়ি–বড়দিঘি প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার একেবারে গা ঘেঁষে অবস্থিত। নেপুচাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহসিন আলি বলেন, 'রাস্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত ছোটো–বড়ো গাড়ি চলাচল করছে। ফলে সবসময়ই দুর্ঘটনা লেগে থাকে। কিছুদিন আগে আমাদের স্কুলেরই এক পড়ুয়া মারাত্মকভাবে জখম হয়েছিল। সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের ব্যাপারে লিখিত দাবি জানিয়েছি।' অন্যদিকে, নেওড়া নদী টিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাধেশ্যাম সরকার বলেন, 'সীমানাপ্রাচীর না থাকায় এতগুলো খুদে পড়ুয়াকে নিয়ে খুবই সমস্যা হয়। সবসময় ওদের ওপর নজর রাখা সম্ভব হয় না। আমরা আতঙ্কে থাকি।'

এদিকে, উত্তর হাঁসখালি স্কুলটি ক্রান্তি–ওদলাবাড়ি রাজ্য সড়কের একদম পাশেই অবস্থিত। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমানাপ্রাচীর না থাকায় বিদ্যালয় চত্বরে অসামাজিক কার্যকলাপও চলে। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সফিউল হকও পড়ুয়াদের নিরাপত্তার স্বার্থে সীমানাপ্রাচীর তৈরির দাবি জানান।

অভিভাবক ফুলন মাহালি বলেন, 'রাস্তার গা ঘেঁষে থাকা স্কুলগুলোতে ছেলেমেয়েরা পড়তে যায়। কিন্তু তাদের স্কুলে পাঠিয়েও আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না'। অপর অভিভাবক আনন্দ লোহার, মহম্মদ আজম, আবদুল বারি সহ সমাজসেবী করিমুল হকও নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিটি স্কুলে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

ওদলাবাড়ি–ক্রান্তি সড়কে বিপজ্জনক গাছ। –সংবাদচিত্র

জলের সমস্যা মিটছে গোয়ালপোখরের স্কুলে

গোয়ালপোখর, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ গোয়ালপোখরের মতো প্রত্যন্ত এলাকার স্কুলে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগতে হচ্ছিল স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের। এছাড়া মিড–ডে মিল খেতে হত খোলা মাঠে বা স্কুলের বারান্দায়। এবার সেই চেহারায় পরিবর্তন আসতে চলেছে। গোয়ালপোখর–১ ব্লকের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির বড়ো অংশে মার্ক টু নলকূপ বসানোর কাজের পাশাপাশি ডাইনিং হলও তৈরি হবে। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়েছে খুশির হাওয়া। নন্দঝাড় তপশিলি আদিবাসী হাইস্কুলের শিক্ষক বিকাশ অধিকারী বলেন, 'স্কুলগুলিতে ডাইনিং স্পেস হলে ছাত্রছাত্রীদের রোদ–বৃষ্টিতে নাকাল হয়ে খাবার খাওয়ার সমস্যা আর থাকবে না।'

ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এসএসকে, এমএসকে, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হাইস্কুলগুলিতে চাহিদা অনুযায়ী ১৮টি মার্ক টু নলকূপ বসানো হবে। এর মধ্যে ১৭টির জন্য ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৩০৬ টাকা করে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। একটির জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ২০৪ টাকা। ব্লকের ১৯টি হাইস্কুলের জন্য মিড–ডে মিলের ডাইনিং স্পেস

এসএসকে, এমএসকে, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হাইস্কুলগুলিতে চাহিদা অনুযায়ী ১৮টি মার্ক টু নলকূপ বসানো হবে। এর মধ্যে ১৭টির জন্য ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৩০৬ টাকা করে অর্থবরাদ্দ হয়েছে। একটির জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ২০৪ টাকা। ব্লকের ১৯টি হাইস্কুলের জন্য মিড–ডে মিলের ডাইনিং স্পেস তৈরি করতে বরাদ্দ করা হয়েছে মোট ৯২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৮৮৯ টাকা।

তৈরি করতে বরাদ্দ করা হয়েছে মোট ৯২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৮৮৯ টাকা। প্রতিটি হাইস্কুলের মিড–ডে মিলে ডাইনিং স্পেস তৈরি করতে খরচ করা হবে ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৩১ টাকা করে। এছাড়া ১১টি এসএসকে ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড–ডে মিলের ডাইনিং হল তৈরি করার জন্য খরচ করা হবে ২৯ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৫০ টাকা। এই কাজের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে বরাদ্দ করা হয়েছে ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮৫০ টাকা করে। আগামী দু'মাসের মধ্যেই এই কাজগুলি শেষ করা হবে বলে ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

গোয়ালপোখর–১–এর বিডিও রাজু শেরপা বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে অর্থ বরাদ্দ করেছে। আশাকরি আগামী দু'মাসের মধ্যেই কাজগুলো শেষ হয়ে যাবে।'

কুর্শামারিতে সেতু সংস্কারের দাবি

ধূপগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ বেহাল হয়ে পড়েছে ধূপগুড়ির গধেয়ারকুঠি অঞ্চলের কুর্শামারি এলাকার দইখাওয়া নদীর সেতু। স্থানীয়দের দাবি, সেতুটি চলাচলের প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়েছে। দুই জায়গায় এক–দেড় হাত করে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে ওই সেতু দিয়েই প্রতিদিন প্রাণ হাতে নিয়ে হাজার হাজার মানুষকে যাতায়াত করতে হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে সেতুর এই বেহাল অবস্থা হয়ে রয়েছে। যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ওই সেতুটি পার করেই এলাকার মানুষকে বাজার, স্কুল প্রভৃতি জায়গায় যেতে হয়। সেতুটির অবস্থা খারাপ থাকায় পথচারীদের পাশাপাশি বিভিন্ন গাড়ির চালকদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। যদিও গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধর্মনায়ারণ রায় বলেন, 'ওই সেতু সংস্কারের ব্যাপারে জানানো হয়েছে। দ্রুত সংস্কারের কাজ শুরু করার জন্য ফের জানানো হবে।'

স্থানীয় বাসিন্দা পেশায় গাড়িচালক সুব্রত মণ্ডল, মহম্মদ রফিকুল বলেন, 'দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ার কারণে সেতুটির মাঝখানে দুটি বড়ো গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সেতুটির উপর দিয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়েই গাড়ি চালাতে হয়।' স্থানীয় বাসিন্দা দীপক মণ্ডল, স্কুল ছাত্রী ভূমিকা রায়, রাহেনাজ পারভিনের কথায়, এলাকাবাসীদের সুবিধার্থে অবিলম্বে সেতুটি সংস্কার করা হোক – সেটাই আমরা চাই।

মধুপুরধামে রাসমেলা শুরু

পুণ্ডিবাড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ মধুপুরধামে প্রতি বছর সরস্বতীপুজোর দিন থেকে রাসমেলা শুরু হয়। এবছরও মেলায় বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা পসরা নিয়ে হাজির হয়েছেন। অন্যদিকে, মধুপুরধামের রাস্তায় ব্যাপক যানজট হয়। দীর্ঘক্ষণ যানজটে পড়ে নাজেহাল হতে হয় মেলায় আগত দর্শনার্থীদের। পুলিশের অবহেলায় এই যানজট বলে অভিযোগ করেছেন দর্শনার্থীদের একাংশ। মধুপুরধাম মেলা কমিটি রাসমেলা পরিচালনা করে। পুণ্ডিবাড়ি, মধুপুর সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে লক্ষাধিক দর্শনার্থী রাসমেলায় ভিড় জমিয়েছেন। মধুপুর মেলা কমিটির সম্পাদক বিশু দত্ত বলেন, 'ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর রাসমেলা শুরু হয়। কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ এই মেলা শুরু করেছিলেন। তারপর থেকে এই মেলা প্রতিবছর হয়ে আসছে। এবছর মেলার শুরুর দিন লক্ষাধিক দর্শনার্থীর সমাগম হয়েছে।'

রাসমেলা উপলক্ষ্যে ছোটো রাসচক্র তৈরি করা হয়েছে। দর্শনার্থীদের ওই রাসচক্র ঘুরিয়ে মেলার আনন্দ নিতে দেখা গিয়েছে। মেলা কমিটির পক্ষ থেকে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের উপর সচেতনতামূলক প্রদর্শনীর পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার করা হচ্ছে। মেলা কমিটির পক্ষে বিশু দত্ত বলেন, 'মেলা চলবে ৫ দিন। প্রতিদিন রাত ১১ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে এই মেলা। দর্শনার্থী বেশি হওয়ায় একটু সমস্যা হয়েছিল। পুলিশ থাকায় যানজট নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে রাস্তায় মেলার দিনগুলোতে যানজট যাতে না হয় সে ব্যাপারে বিশেষ নজর দিতে অনুরোধ করব।' পুণ্ডিবাড়ি থানার ওসি প্রশান্ত বিশ্বাস বলেন, 'অসমের একটি গাড়ি রাস্তার মাঝে খারাপ হয়ে যাওয়ায় যানজট হয়েছিল। পুলিশ ওই রাস্তায় যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করে দিয়েছে।'

ডামডিম রেলস্টেশনে উড়ালপুলের দাবি

মালবাজার, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ ডুয়ার্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন ডামডিম। ডামডিম, রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি লাগোয়া গরুবাথান এলাকার বাসিন্দারা ডামডিম রেলস্টেশনের উপর নির্ভর করেন। ডামডিম রেলস্টেশনে উড়ালপুল নেই। ফলে যাত্রীদের একটা বড়ো অংশ রেললাইন পারাপার করেই যাতায়াত করেন। স্টেশন চত্বরে রেললাইন পারাপার করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে।

ওদলাবাড়ি এবং নিউ মাল জংশন রেলস্টেশনের মাঝে ডামডিম রেলস্টেশন। ডামডিম লোকালয়ের পাশাপাশি বেতগুড়ি, গুডহোপ, রানিচেরা, সাইলি, মিনগ্লাস ইত্যাদি এলাকার বাসিন্দারা ডামডিম রেলস্টেশনের ওপর নির্ভর করেন। মাল ব্লক লাগোয়া গরুবাথানের পাহাড়ি এলাকাগুলি থেকেও যাত্রীরা আসেন। ডামডিম মোড় থেকে যানবাহনে চড়ে যাত্রীরা কদমতলা হয়ে ডামডিম রেলস্টেশনে পৌঁছান। যে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত চলে সেখানে যাত্রীদের পায়ে হেঁটে রেললাইন পারাপার করতেই হয়। তা নাহলে ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়।

ডামডিমের কদমতলার বাসিদা টিঙ্কু প্রধান বলেন, 'ট্রেন ধরার ক্ষেত্রে সকলেরই ব্যস্ততা থাকে। কয়েকমাস আগে রেললাইন পারাপার করে ট্রেন ধরতে গিয়ে এক যাত্রীর প্রাণ যায়। এর আগেও দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমরা দুশ্চিন্তায় থাকি।' বাসিন্দাদের উদ্‌বেগের সঙ্গে সহমত স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতও।

ডামডিম স্টেশনে রেললাইন পারাপার। –সংবাদচিত্র

ডামডিম থেকে নির্বাচিত মাল পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুশীলকুমার প্রসাদ, ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য তীর্থঙ্কর মজুমদার বলেন, আমরা পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত। ডামডিম রেলস্টেশন ঢোকার মূল পথটি প্রশস্ত নয়। তাই কদমতলা এলাকা দিয়েই মূলত যাতায়াত করতে হয়। রেলস্টেশনে তিনটি লাইন আছে। ট্রেনের ক্রসিং স্টেশন হিসেবেই এই রেলস্টেশন ব্যবহৃত হয়। অথচ উড়ালপুল নেই। ফলে যাত্রীদের ভোগান্তি বাড়ে। ডামডিমের কদমতলা, দত্ত কলোনি, সাইলির বেতবাড়ি এবং রানিচেরার বালাবাড়ি ডিভিশন থেকে আসা যাত্রীরা বেশি সমস্যায় পড়েন। যাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সমস্যাও বাড়ছে।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ইউজার্স কমিটির সদস্য মোহিতরঞ্জন শিকদারের কথায়, 'যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যে রেলকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের কমিটির পরবর্তী বৈঠকে ডামডিম রেলস্টেশনকে নিয়ে এই দাবি তুলব।' বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) চন্দ্রভীর রমণ। তিনি বলেন, 'আমরা ডামডিম সহ অন্য রেলস্টেশনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছি। আমরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। ডামডিমে একদিকে যাত্রী প্ল্যাটফর্ম আছে। অন্যধারে প্ল্যাটফর্ম নেই। আমরা নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছি। উড়ালপুলের বিষয়টি পরবর্তীতে দেখা হবে।'

অতৃপ্ত দাম্পত্য.... হতাশা
যৌন অক্ষমতা দাম্পত্য জীবনে এক চরম ব্যর্থতা

স্বল্প খরচে, অল্প সময়ে অত্যাধুনিক উপায়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করা হয়।
যৌন সমস্যা
লিঙ্গ শিথিলতা
সহবাসে অক্ষমতা
শীঘ্রপতন
এছাড়াও পাইলস, ফিসচুলা, বন্ধ্যাত্ব, গ্যাস্ট্রিক, ব্রন, বাত, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানী, শ্বেতী, সোরাইসিস, চুলপড়া ও মহিলাদের স্রাবজনিত সমস্যার পূর্ন আরোগ্যের নিশ্চয়তা।
হতাশাগ্রস্ত না হয়ে আসুন ১০০% পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত হারবাল চিকিৎসা কেন্দ্রে
কস্তুরী হারবাল
AN ISO - 9001-2008 মানকপ্রাপ্ত হারবাল চিকিৎসা কেন্দ্র
Super Speciality Herbal Treatment Centre
কোচবিহার কেশব রোড, (ম্যাক্সি-ট্যাক্সি মিনি বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে)
ফোন ঃ 78650-86419
প্রত্যহ সকাল ৯ টা - রাত ৮ টা পর্যন্ত খোলা
(সঠিক নাম এবং সাইন বোর্ড দেখে আসবেন) আসার আগে ফোনে অবশ্যই যোগাযোগ করে আসবেন।